যতবার আমি তোমায় দেখি ধোয়াই

পৃথ্বীরাজ পরাগ

যতবার আমি তোমায় দেখি খোয়াই

আমার নিত্য চিত্তে এক সুখ এসে জমে,
যতবার আমি তোমায় দেখি খোয়াই।
তোমার সরু দেহে,
মৃদু ঢেউ যে হরিণীর চঞ্চল
সিক্ত চোখের ন্যায়,
আমার চোখে গভীর আলোড়ন তুলে,
আমি তো নির্দ্বিধায় সহস্রবার যেতে পারি সলিল সমাধি; সে ঢেউয়ে।

সুন্দরতম তুমি; বসন্ত বরষায়–
তুমি অনন্য,
কোনো মায়াদেবী যে তোমায় দিয়েছে বর,
অন্তনীল আকাশও যেন হয়েছে নত;
আমার সুদৃঢ় হৃদয় মুহূর্তেই হয়ে যায় ভঙ্গুর,
নশ্বর জীবন নিয়ে বারবার ছুটে আসি–
তোমার কাছে– তুমি যে শাশ্বতী,
তোমার শরীর ছুয়ে গেছে যে পথ,
সে পথ ধরে প্রভাত– নিশি আমি
আজীবন হেঁটে যেতে পারি; নিবিড় ভালোবাসার টানে, অক্লান্ত পায়ে,
আমার পথিক পদচিহ্ন রেখে গেছি এই বালুচরে,
তুমি এসে ছুয়ে দিও, মুছে দিও;
আবার এসে রেখে যাব ছাপ,
এমন করেই তো আমাদের প্রেম,
আমার হৃদয়ে যে গভীর ছাপ তুমি রেখেছো,
এমনই নীরব নির্জন।

তোমাতে কাটিয়েছি নির্ঘুম নিশি,
পেয়েছি প্রেম তোমার অমনই নীরব,
নিশিথের শেষে এসে,
তোমাতে দেখেছি নবযৌবণ; তোমাতেই
পেয়েছি নতুন প্রাণ;
দেখেছি এক ঝাঁক বক উড়ে আসে তোমার গায়ে,
আমিও তাদের ন্যায় ছুঁইয়ে দেই কম্পিত ঠোঁট,
আমি চোখ তুলে দেখি, সুন্দরতম তুমি!
দু– হাত ধরে তোমার বিস্তৃত সবুজ,
এখানে জন্মেছি আমি পরে,
তার আগেই হয়েছি আমি তোমার প্রেমিক।

আকাশচারী

আমাদের হৃদয়ে সুখ জমা হয়,
সুখ থেকে সুর তুলে গুনগুনিয়ে উঠে আমাদের হৃদয়,
তুমি বল পাখি; সব পাখি গান গায় না।
উৎসুক তৃষ্ণার্ত দাঁড়কাক হয়ে,
কোন কোন হৃদয় কোকিলের গান শুনে;
সব কাক কোকিল হতে পারে না।
তবুও পৃথিবীতে আমার মতো– তোমার মতো– যত প্রাণের ঠেলাঠেলি,
সব প্রাণ পাখি হতে চায়; কোন না কোন পাখি হতে চায় সব,
সব থেকে এক অন্তিমে শব হয়ে যাই আমরা,
তবুও আমাদের পেছনে অসংখ্য তাড়নার ভিড়; লম্বা লোহার শেকলের মতো,
তাদের মাঝেই কোনোক্রমে দু হাত পা তুলে ঘাঁটি গাড়ে,
আমাদের আকাশচারী হবার তাড়না।

এই পৃথিবী কি অদ্ভুত সুন্দর!
অমনই সুন্দর, যা বিমর্ষ করে দিতে পারে প্রাণ ।
বারবার চলে যেতে চাই,
তবুও আঁকড়ে ধরে, গভীর থেকে;
শেকড় থেকে আঁকড়ে ধরে।
মনে হয়,
একদিন আমরাও পাখি হব নিশ্চয়ই!

অসংখ্য তাড়না আমাকেও তাড়া করে বেড়িয়েছে বহুকাল,
আমার শরীরে– মগজে– অসংখ্য চেতনা,
যাদের মাঝে নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছি বারবার,
আমি তো কেবল শান্তি খুঁজেছি , কেবলই শান্তি,
শীতল খোয়াইয়ের তীর ধরে ধরে গিয়ে সবচে নির্জন প্রান্তরে,
যাকে পেয়েছি; তোমার মুখ অবয়বে;
কোমলতা যেখানে আকাশচুম্বী হয়েছে;
কেবল ভালোবাসি বলার জন্য হলেও তো বার বার জন্ম নেয়া যায়।

কোনো এক নির্জন তারার রাতে

কোনো এক নির্জন তারার রাতে
হয়তো বা বসে পড়বো জীবনের হিসাব মেলাতে,
রুপালী স্রোতের ছোঁয়ায় খোয়াইয়ের তীরে
আমাদের সুখ, শান্তি, প্রেম,
তাতে তার কী আসে যায়?
জীবন চলে যায় জীবনের গতিতে
কোনো এক আপোষহীন নদীর মতো, নির্বিঘ্নে।

এভাবেই হয়তো আরও বহুকাল আগে
রুপালী স্রোতের ছোঁয়ায় খোয়াইয়ের তীরে
বসে ছিল কোনো এক কবিয়াল,
কিংবা শ্রমিক, হয়তো বাউলের বেশে কেউ,
জীবনের যত অপারগতা ;মনে করেছিল সবকিছু,
চেয়েছিল সবকিছুর ইতি হোক এখানেই।
কিন্তু আমাদের চাওয়া-পাওয়া, আকাঙ্ক্ষা,
তাতে তার কী আসে যায়?
জীবন চলে যায় জীবনের গতিতে,
বিসর্জনের পথে নিরবধি নদীর মতো, নিবিড়ে।

এমনই নির্জন তারার রাতে
মৃদু বৃষ্টি নেমে আসে, নির্জনতাকে বাড়িয়ে দিতে;
বৃষ্টিকে আমি যতবার দেখি
বিন্দু জলের মতন দুটো চোখ মনে পড়ে,
অজ্ঞাত ভয়ে ছুঁটতে ছুঁটতে আমার জীবন,
মুক্ত আকাশের মতন ঐ দুটো চোখ দেখেছে।
বারবার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের শেষে,
এভাবেই যাকে দেখেছে পৃথিবী।
বহু ঝড়, বহু যুদ্ধ কেটে গেছে,
বহু বন্ধন ভেঙে গেছে,
কোনোকিছু থেকে যায় না, নয় কোনো প্রাণ,
এমনই নদীর জলে, শেষরাতের আলো সব ম্রিয়মাণ।

পাখিটি পুষ মেনেছে

মাথা নিচু করে বসে থাকতে দেখে
সবাই ভেবেছিল হয়তো, পাখিটি ভয় পেয়েছে।
কেউ কেউ আরো ছুড়ে দিয়েছিল তামাশা,
অথচ পাখিটি সত্যি ভয় পায় নি,
কেবল বন্দী দশায় উড়ে যেতে পারে নি।
তার চোখে যতটা না ছিল ভয়,
তার চেয়ে বেশি ছিল ঘৃণা।

মাথা নিচু করে চুপচাপ খাবার খেতে দেখে,
সবাই ভেবেছিল হয়তো, পাখিটি পুষ মেনেছে।
কেউ কেউ নিজ হাতে আদরে তুলে দিতে চেয়েছিল খাবার,
সেই হাতই বন্ধ করেছিল খাচার দরজা,
পাখিটি চিনতে পেরেছিল।
অভিমানে অনেকটা সময় না খেয়ে থেকেও,
পাখিটি খেয়ে ফেলল,
কেউ তখন বলেছিল, খাবারের লোভে পুষ মেনেছে,
আসলে তো, বেঁচে থাকতে পুষ মেনেছে।

মায়ার মতন ছিল ভালোবাসা

আমার শরীর রক্তে রাঙা উল্লাস
দুঃ ছাই হয়ে গেলো নিমেষেই;
আমি আকাশের দিকে আড় চোখে তাকাই ,
আগের মতন আড় চোখাচোখি হয় না।
চোখে চোখ পড়তেই চোখ সরিয়ে নেই এক অতৃপ্তির অনুভূতিতে,
আকাশের গভীরে ছিল যার বাস,
তাঁর খুব কাছে যেতে পারি না কিছুতেই।
আমার রক্তে হাড়ে যে টগবগে নবউন্মাদনার ঝংকার ছিল,
সাগর ছুঁয়ে আসা বাতাসে মিলিয়ে গেল নিমেষেই।
দুঃছাই! রাঙা ফড়িং– যের ডানা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে,
ঠিক সন্ধ্যের মতন বিষণ্নতার ছাপ পড়ে,
ডানাহীন ফড়িং মাথা নুয়ায়, শরীর ঢেলে দেয় সবুজ ঘাসের বিছানায়,
এই ঘাসে আজ ঘাসফুল নেই,
ঘাসফুলের মতন ছিল যে,
তাঁর খুব কাছে যেতে পারি না।
আকাশ ভেদ করে আসা বৃষ্টি,
ডানাহীন ফড়িং– এর কান্না আরও বাড়িয়ে দেয়,
আকাশ কাঁদে, ফড়িং কাঁদে,
আমারও কান্না পায়।
নশ্বর সুখের পিছু আমাদের আমরণ দৌড়ঝাঁপ,
বিকেলের বাতাসে বাঁশির সুর,
ফড়িং - এর ডানায় রাধিকার বিরহের ছাপ।

একদিন ঠিকই চলে যাব আরও দূরে দিগন্তে, দূর অরুণিমার পিছু পিছু,
রক্তিম নিভৃত গোধূলির পানে,
যেখানে অগণিত প্রিয়জনদের দেহহীন প্রাণ,
মৃত্যুর পরেও ঠিক আগের মতন ভালোবাসা বুকে নিয়ে বাতাসে ভাসছে নির্দ্বিধায়,
মৃত্যুর পরেও ভালোবাসা যায়।
প্রিয় খোয়াইকে কথা দিয়েছিলাম, যাব...
শ্বাশ্বত পূর্ণিমার রজনীতে খোয়াইয়ের জলে যার ছায়া,
তাঁর খুব কাছে তবু যেতে পারি না।
মায়ার মতন ছিল ভালোবাসা,
– তবুও তো ভালোবাসাই।

অশ্রু

এইদিকে, এইস্থানে, সবুজের ধারে
সময়ের আগে আগে বয়ে চলা নদী,
আমার গভীরে রক্তকে বারবার প্রতিক্ষণে আলোড়িত করে,
নদী যত বয়ে যায় সময়ের আগে আগে
আমার হৃদয় আরও আলোড়িত হয়,
চোখ আরও সিক্ত,
উত্তাল স্রোতে তাকিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ দেখতে পাই।

প্রিয় খোয়াই, যে সুখকর ভবিষ্যৎ আমাদের যুগান্তরের কামনা,
তা কি কখনোই দেখাবে না?
চিরকাল তুমি কঠিনকে নিয়ে এসেছ আমাদের সামনে,
বারবার দিয়ে এসেছ আশ্বাস, 'মানুষের মনসের তরী আবার ভাসবেই ।'
এও বলেছ, সে সুখের ভবিষ্যৎ একদিনের কাম্য নয়,
তবুও কি আজ, একটি বারের জন্যও হবে না সেই দর্শন?
যতবার ব্যাথিত হৃদয় নিয়ে এসেছি তোমার কাছে ,
জড়িয়ে ধরেছি তোমায়, ভিজিয়েছি দেহ,
ততবার ব্যাথামুক্ত হয়েছি,
তবে আজ, আজকের ব্যাথা আমার নয়,
এ ব্যাথা আমাদেরই মায়ের,
আমার হৃদয় অঙ্গে বাউল নিয়ে এত জীবন ধরে গেয়ে এসেছি যেই গান,
আজ কোথায়? অগণন নারীর অশ্রুর জল এসে মিশেছে তোমার জলে,
তোমার জল আজ কেন রক্তিম?
আজ তোমার জলে নয়,
আকাশের থেকে নিশ্চয়ই নেমে আসবে অসীম জলের ধারা,
সেই জলেই মিশ্রিত সরস্বতী থেকে সুদূর পবিত্র ক্রিস্টাল নদীর জলধারা,
আমাদের মায়েদের অশ্রুর মতই পবিত্রতম,
সেই জলেই আমাদের শুদ্ধ হবার দিন আগত,
আমার ব্যাথিত হৃদয় অপেক্ষারত,
বিভীষিকার ভবিষ্যতে পবিত্রতম শ্রাবণের ধারার আশায়।

প্রিয় খোয়াই

আজকে বড়ই অদ্ভুত রাত!
ছলছল রূপসী খোয়াইয়ের কিনারায় আমি
শুয়ে শুয়ে জলের কলকল শব্দ শুনি।
বাতাস আজকে যেন এক নারী! তাই বোধকরি
আমার হৃদয়ে বাতাসের ছোঁয়া আজ অন্যরকম।
ওপারে বাঁধা নৌকার থেকে ভেসে আসে আধঘুমো মাঝির গান, এই গান
আগেও বহুবার শুনেছি; তবুও আজ যেন এই গান নতুন,
এ নতুন আমাদের রোজকার নতুনের মতো নয়।
গানের সুরের সাথে মিশ্রিত বাতাসের শ্বাস,
আনে নতুন এক ছন্দ; সেই ছন্দে লাফায়
আকাশের কপালে এক জোড়া তারকার চোখ।
খোয়াইয়ের গভীরে শামুকেরা একে একে মিলিত হচ্ছে– অকৃত্রিম আলিঙ্গনে,
তাদের বাধাহীন উত্তেজনা, আমার হৃদয়ে যে অতিক্ষুদ্র হামিং এর বাস,
তার চঞ্চলতাকে বাড়িয়ে তুলছে বারংবার।
আজ, এই রাতে, উল্কার গতিতে ডানা ঝাঁপটায় সে।
মানুষের ভাষায় বলে উঠে,
আজকের রাত কেবলই তার আর বাতাসের– দুজনের।
যেই অনুভূতির লোভে এই পৃথিবীতে মানব বংশ
বহু কাল ধরে একের পর এক কলঙ্ককে আত্মায় ধারণ করে এসেছে,
সেই অনুভূতি আজ এই ক্ষুদ্র হামিং–এর আর বাতাসের– দুজনের।
অথচ তারা দুজনেই কলঙ্কহীন।

তাদের এই অনুভূতির স্বাদ পেয়ে তবেই মানবদের ধাবমান জীবনের সমাপ্তি ঘটবে,
তা আজ রাতের নয়, আরও হাজার হাজার বছরের কথা।
এরকমই আরও হাজার হাজার বছর এভাবেই উর্বর মাটিতে সবুজ ঘাসের উপর
আমি শুয়ে থাকতে চাই।
প্রিয় খোয়াই, যে মাটিকে তুমি ছুঁয়ে আছো এতকাল ধরে,
এ মাটিতেই আমাদের সৃষ্টি; এই রক্ত–মাংস–শক্ত হাড়ে গড়া আমাদের দেহ
আমার পছন্দ নয়; এ মাটির দ্বারাই আমি নিজেকে গড়ে তুলব আরও একবার,
মনে রেখো তুমি।
আমাদের খেঁটে খাওয়া ভাই মাটির মানুষদের মতো।
হঠাৎ আরও একবার ঘুম ভাঙ্গে মাঝির, আচমকা বাতাসের ঝাঁপটায়,
খোয়াইয়ের জলে চন্দ্রমার ছবি মুছে যায় মেঘনাদের ছায়ায়।

প্রবাহিণী

আমার রক্ত অনুপ্রাণিত হয়েছে একটি নদী থেকে,
দুর্বার- গতিময়, চিরশান্তির পথ ধরে নিশ্চুপ ধাবমান,
শান্তির বার্তার ডাকপিয়ন হয়ে; সলিল শরীরে কেবল নির্জন প্রশান্তি,
শতাব্দীর সমস্ত পুণ্য ছড়াতে ছড়াতে গতিময় নির্ঝঞ্ঝাট তটিনী।

আমায় আরও অনুপ্রাণিত করো তুমি প্রবাহিণী,
ছায়ালোকের সমস্ত প্রশান্তিকে গ্রহণ করো,
ঐশ্বর্যকে ছেড়ে আমি চলে এসেছি তোমার দ্বারে,
আমার সমস্ত অহংকার তুমি গ্রাস করো সর্বগ্রাসী।

প্রতিদিন প্রভাতে বিশাল জলধি পরিপূর্ণ হয় তোমার স্পর্শে,
জলধির কাছে শুনেছি তোমার কথা; আরও বলেছিল আকাশ,
আমি অপূর্ণ হৃদয় নিয়ে এসেছি, আমায় পূর্ণতা দাও তুমি,
এই জন্ম সার্থক করতে আমাকে রয়ে যেতে হবে।

নিদারুণ নিবিড় ছায়ার মতন তোমার মুখ

নিদারুণ নিবিড় ছায়ার মতন তোমার মুখ
আমি ছুটে যাই তোমার পিছু, যেমন নিথর সলিলে
চাঁদের ছায়ার হয় আলিঙ্গন; তেমনি আলিঙ্গনের পিছু,
তেমন আলিঙ্গনের মতোই
তোমার হৃদয় কোমল।

অস্তমান অর্কের ম্রিয়মাণ আভার স্নানে,
অকপটে মনোহর বিহঙ্গযুগল,
ভয়ভীতিহীন সুরে প্রেমের কূজন করে,
স্রোতস্বিনী বয়ে যায় তার মতো– তার পথে– নিরিবিলে ,
অহন শেষে আমাদের চিন্তা
কোন নির্জন শান্তির খোঁজে; তেমনি
নিদারুণ নিবিড় নির্জন তোমার মুখ,
আমি মোহাবেশে মোহিত হয়ে
একপলক দেখেই ছুটে পালাতে যাই,
আবার রাত্রি শেষের সূর্যের মতন
উঁকি দিয়ে দেখতে চাই,
নিদারুণ নিবিড় নিকুঞ্জের মতন তোমার মুখ।

যখন ভয়ভীত হয়ে বেসামাল,
সম্মুখে কেবলই অন্ধকার, অর্থহীন, কর্মহীন, সম্বলহীন,
মনের মধ্যে তুমুল শঙ্কার ঝড়,
আমি দেখেছি, এক সমুদ্র আশ্বাস নিয়ে,
নিদারুণ নিবিড় নির্ভয়তার মতন তোমার মুখ।

স্বৈরাচার বিরোধী কোন দাপুটে যুদ্ধের শেষকালে,
পরাজয়ের পথে আমি এক ব্যর্থ সৈনিকের ন্যায়; যখন
গুলিবিদ্ধ দেহ থেকে ঝরছে গলগল রক্ত,
তখনও উঠে দাঁড়িয়েছি, দেখে–
নিদারুণ নিবিড় বিপ্লবের মতন তোমার মুখ।

দিবারাত্রির অহেতুক সংসারকীর্তি শেষে,
প্রকৃতির কোলে যাই– মানুষকে ছেড়ে,
নিরবধি খোয়াই এর পাড়ে শুয়ে
জীবনের সকল হিসেব যখন ভুলে যেতে চাই,
তখন খোয়াই এর শান্ত জলে, আকাশে, প্রকৃতিতে– ভাসে–
নিদারুণ নিবিড় জ্যোৎস্নার মতন তোমার মুখ।

রঙ খেলার উচ্ছ্বসিত জীবনের শেষে,
যে জীবনে ধ্বংসের সম্মুখীন আমরা,
সেখানে প্রজ্ঞা হীনতায় দিশাহারা হয়ে অহেতুক ছুটোছুটির মাঝে– দেখেছি,
ধ্বংসের ভিড় ঠেলে আমায় ডাকে,
নিদারুণ নিবিড় প্রেরণার মতন তোমার মুখ।

একসময় জীবনের অন্তিমে পৌঁছে,
মৃত্যুর দিন গুনতে গুনতে ভাবছি যখন,
কত কী না রয়ে গেল বাকি!
তখনই আবার সকল ভাবনাকে দূরে ঠেলে,
আসতে দেখেছি–
নিদারুণ নিঃসঙ্কোচ মৃত্যুর মতন তোমার মুখ।

রূপসী

বহু বহু শতাব্দীর শেষ প্রান্তে, এই বহমান জলরাশির কাছে এসে
আমাদের গতি থেমে গেছে; এই উদার খোয়াই
আমাদের একমাত্র আশ্রয়; এই শান্ত তরঙ্গিণীর অতলে ডুব দিয়ে
জলধরের ছায়ায় আমরা শরীর লুকাব,
এই রূপসী খোয়াই আমাদের আগলে রাখবে বারবার।

বাঁধা ডিঙানোর শক্তি অর্জন করতে করতে আমাদের
নিষ্প্রাণ হয়ে যাওয়া শরীর; আর মস্তিষ্কে ঘূর্ণায়মান
অসমাপ্ত কবিতাবলি; আমার হৃদয় শান্ত করো খোয়াই,
শুনেছি খোয়াইয়ের জল পুনর্জীবন দান করে।

সৃষ্টির শুরু থেকে অবিরাম চিৎকার করতে করতে
আমাদের জমে যাওয়া কণ্ঠস্বর; আর স্বরলিপিবিহীন
ক্রন্দনের সুর; আমার অশান্ত হৃদয় কেবল এক বাক সঙ্গীর অপেক্ষায়,
যাকে বহু শতাব্দী পার করে এসে আমি খুঁজে পেয়েছি এইখানে,
শুনেছি, কেবল এই খোয়াইয়ের সাথেই কথা বলা যায়।

কামনা

এখানে, এই অতিপ্রাচীন পৃথিবীতে উন্মাদ সকলেই!
উন্মাদ এখানকার আকাশ, উন্মাদ এখানকার অমাবস্যার নির্জনতা,
ভেবেছিলাম জন্ম নিয়েই নাকি করেছি জীবনের সবথেকে বড় ভুল!
এখন, এতদূর এসে মনে হলো, না ! এসেছি তো ঠিক জায়গায়।
এই স্থানেই তো ভেজা মেঘে লীন হয়েছে কাঙ্ক্ষিত কামনা।

এখানকার অজ্ঞাত উন্মাদ স্রষ্টার সৃষ্টিতে এখানে সবচে নীল নীলকণ্ঠ
কামনার অল্প চুলের ঘ্রাণে এসে মিশে গেছে; অঙ্গে লাগিয়েছে সে আবির,
অনুতাপ হতো যদি না পেতাম সেই ঘ্রাণ! যদি না দেখতাম এত নীল!
গাঁথা নীলকণ্ঠ রোজ শেষরাতের দিকে নজর কাড়ে ঝাউবন
আর নির্ঘুম ধ্রুবতারার।

অবশেষে এতকাল পরে এসে, ধ্রুবতারার পাঠানো চিঠি হতে জেনেছি– দেখেছি,
অন্ধকারের মাঝে আরও অন্ধকার!
অন্ধকারের মাঝে নীল!
নীলকণ্ঠকে আমাদের হৃদয়ে স্থান দিয়েছি,
উন্মাদের মতো আজ রাতে আমাদের চাই তুমুল ঝড় আর অগ্নির মতন গ্রাস!
এটাই কি শেষবার?
অথচ যতবার নিঃশেষ হয়ে যায় কোনোকিছু,
আমার হৃদয় ডুকরে কেঁদে উঠে,
অথচ, এই উর্বর প্রকৃতিতেই আমাদের শেষ।

আমার চাই

আমার আকাশের তারাগুলো আজকাল নিভে যায়
অনেকদিন ধরেই নিভু নিভু করছিলো;
তাই ভেবেছিলাম তারাগুলো বদলে কতগুলো নতুন বেশ জ্বলজ্বল করা তারা নিয়ে আসব।
আজকাল বাজারের যা ডিমান্ড!
নতুন তারা নিয়ে এসে বসানোর মতো অর্থ বা সামর্থ্য কোনোটিই আমার আর নেই।
তাই ঠিক করেছি জনশুন্য স্টেশনটার একলা বাতিটারই সাথ দেবো।
রোজ আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা বুড়ি চাঁদ চুরি হয়ে গেছে,
যত তাড়াতাড়ি পারি চাঁদটাকে উদ্ধার করতে হবে।
মুখের সামনে রুপোর থালা থাকুক বা নাই থাকুক,
রুপালী চাঁদকে থাকতেই হবে।

মাথা তুললে জমকালো ঝাড়বাতি থাকুক বা না থাকুক,
তারাদের আমার চাই'ই।
সার্চলাইট চাঁদের আলোয় দেখব নিশাচর নাইটকুইন ফুঁটছে,
পাতে হরেক মোগলাই– খানা থাকুক বা না থাকুক,
নাইটকুইনের গন্ধের স্বাদ আমার চাই।
লোমশ বনমানুষে পরিণত হওয়া এই শরীরে সুগন্ধি থাকুক বা না থাকুক,
মাথার জন্য জোছনা আমার চাই'ই চাই।

আমার যাওয়া চাই, আমি যাব;
নরকের আগুনের জুঁই বৃষ্টি ঝরাতে।

এভাবেই তুমি এসো বারবার

আজকে হঠাৎ একরাশ বৃষ্টির মতন তুমি এলে,
একের পর এক আচমকা আঘাতের মাঝে এভাবেই তুমি এসো।
এসো, আকাশে কালো মেঘের রাক্ষুসে ছায়া থাকলেও,
হঠাৎ চাঁদের মতন তুমি এসো
– এভাবেই তুমি এসো, বারবার।

বৃষ্টি হয়ে এসে ধুয়ে মুছে দিও সবকিছু,
আত্মগ্লানিতায় ভুগছি আমরা,
আমি আর আমার এই দেশ–
আমার মতো তাঁর আরও সন্তান,
এই সবকিছু– এইসব গ্লানিতা ধুয়ে মুছে দিও– এভাবেই তুমি এসে।

বারবার ফিরে আসা, একেকটি কালো রাতের শেষে
একশো সূর্যের হাসি হেসে তুমি এসো–
ভয়ার্ত দিনে, প্রবল দুর্যোগের মাঝেও তুমি এসো .

গ্যাসবেলুনের জীবন দর্শন-

একটি নবআবিষ্কৃত গ্যাসবেলুনে ঝুলতে ঝুলতে উড়ে চলছি,
উদ্দেশ্য একটাই, 'গ্যাসবেলুনের জীবনকে উপভোগ!'
জড়তার মাঝেও তবে মুক্ত হওয়া যায়! হোক সে ক্ষণজন্মা; তবুও তো আকাশচারী।
কিছুক্ষণ পরেই তার দেহ থেকে সমস্ত বাতাস বের হয়ে যাবে,
তার সাথে সাথে তখন আমিও না হয় মৃত্যুকে লাভ করবো,
কিন্তু ততক্ষণের আগ পর্যন্ত তো তার মতো আমিও গন্তব্যহীন,
উড়ে চলেছি বাতাসের সাথে সাথে; মস্তিষ্কে এক রাশ কৌতূহল নিয়ে জনমানুষ আমাকে দেখছে,
গ্যাসবেলুনের মতো আমার জীবনও লক্ষ্যহীন।

আমাদের ঠিক নিচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে দুটো নদী,
মাঝখান দিয়ে একটি মফস্বলি লোকালয়; নদী দুটোর নাম আমার জানা নেই।
লোকালয়ের মাঝখান দিয়ে আড়াআড়ি একটি খাল কাটা যার দুই প্রান্ত দুটো নদীকেই জুড়ে দিয়েছে।
হঠাৎ ঝাপসা চোখে দেখলাম দুটো নদীর দুই হাত!
খালের উপর দিয়ে হাত ধরাধরি করে বয়ে চলছে নদীগুলো!
চোখে আমি চশমা পড়ি না, তবুও নিজের চোখের ক্ষমতার উপর সন্দেহ দূর করতে চোখ মুছে আবার তাকালাম,
কিন্তু ঠিকই তো দেখছি! দুটো নদীই হাত ধরাধরি করে চলছে!
নদী দুটোর নাম জানার জন্য ভীষণ আগ্রহ হল;
পাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে একটি কালো রঙের পাখি, মনে হল শালিক।
হাক দিলাম, 'ও শালিকভাই! বলি তুমি কি জানো ঐ নদী দুটোর নাম কি?'
আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকালোই না !
কয়েক সেকেন্ড পরেই শুনতে পেলাম কা কা করে গান গাইছে!
'হায় হায় তবে কি শেষে চোখের মাথা খেলাম!' এবার ভালো করে তাকিয়ে চিনতে পেরে লজ্জায় মাথা নিচু করলাম,
ছি ছি ছি! কাকভাই কে বললাম শালিকভাই !

এবারে ভালো করে চোখ পরিষ্কার করে নিচের দিকে তাকালাম,
কিন্তু না! স্পষ্টই তো দেখতে পাচ্ছি নদী দুটো হাত ধরে আছে!
যাই হোক বলে বা দিকের নদীটায় দুটো মাছের দিকে মনোযোগ দিলাম,
দুটো মাছ জলের উপর মুখ তুলে আকাশ দেখছে,
তাদের দিকে তাকিয়ে আমি ভদ্রতা দেখিয়ে মুচকি হাসি দিলাম,
ব্যাস! তাতেই বিপর্যয়! মুখ ডুবিয়ে পালালো!
তৎক্ষণাৎ অদ্ভুত আশঙ্কা নিয়ে ঠোঁটে হাত দিলাম; আমার আবার বকের মতো লম্বা ঠোঁট গজাতে শুরু করলো না'তো!
না! ঠোঁট তো ঠিকই আছে। তাহলে মাছ দুটো ওরকম ভয় পেয়ে পালালো কেন!
মাছেদেরও কি সবকিছুতেই ভয়?
শিকার হবার ভয়; যেমনটা আমাদের, যেমনটা এই নদী দুটোর, যেমনটা এই গ্যাসবেলুনের।
নদীর পাড়ে ঘাপটি মেরে বসে থাকা বকটা আমার দিকে তাকিয়ে ভেংচি কাটলো।
তার মুখের সামনের টাটকা খাবার দুটো সরিয়ে দিলাম বলে।
কিন্তু এই নতুন অভিজ্ঞতার জন্য তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে বিস্ময়!
কেড়ে নেয়াটাইতো নিয়ম, সরিয়ে দেয়াটাতো নিয়ম নয়!
খানিক বাদে কতগুলি ভীষণ কৌতূহলী ছেলেপুলে আমার দিকে ঢিল ছুঁড়তে লাগলো,
আমি ব্যাঙ্গ করে হাসতে লাগলাম, কেউ আর আমার নাগাল পেল না!
এরা গাছের পাকা আমে গুলতি ছুঁড়ে, কাটা ঘুড়ির পেছনে ছুট লাগায় ,
হঠাৎ মনে হল, এরাই হয়তো আদিম যুগে দুষ্টুমি করে ঢিল ছুঁড়ত মাখনের হাঁড়িতে!
দুষ্টুমি করে এরাই ঢিল ছুঁড়ে রাতে ছুটে যাওয়া ট্রেনের কামড়ায়,
ট্রেনের সাথে এরা দৌড় প্রতিযোগিতা করে!
আমি ঢিল ছুঁড়তে জানিনা, এরা ঢিল ছুঁড়তে জানে।
মাথাটা কেমন করে উঠল, ঝাপসা চোখে কল্পনায় মনে হল কি যেন দেখতে পাচ্ছি!
তবে কি এরাই! এদের হাতেই তো গুলতির বদলে রাইফেল গ্রেনেড!
অর্ধ শতাব্দী আগে কি এরাই পাল্টা গুলি ছুঁড়েছিল!

গ্যাসবেলুন অনেকটা পথ পেরিয়ে গেছে, আমার থেকে প্রায় ১০০ ফুট নিচে এখন অনেক মানুষ জমায়েত হয়েছে!
তারা সকলেরই দৃষ্টি আমার দিকে ; তাদের মস্তিষ্কে ঘুরপাক খাচ্ছে
অসংখ্য প্রশ্ন, অসংখ্য মন্তব্য!
আমি যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি তাদের কথা!
ঐ সামনে বাচ্চা মেয়েটি তার বাবার কাছে বায়না ধরেছে, "বাবা, আমিও উড়ব"।
কতগুলি কিশোর বয়সী ছেলে-ছোকরা তাদের মনে অনেক আগ্রহ!
স্পষ্ট বুঝলাম তারা প্রত্যেকেই মনে মনে গ্যাসবেলুনের মতো গন্তব্যহীন জীবন পেতে চায়।
কয়েকটা বাচ্চা আমাকে দেখে আনন্দে চিৎকার করছে আর লাফিয়ে লাফিয়ে হাততালি দিচ্ছে।
দুজন বয়স্ক মহিলা তাদের পাশে এসে আমাকে দেখে বলল, ' ঐ ব্যাটা ত অখনই মরব! যা যা ভাগ!'
আরেকজন বয়স্ক পুরুষ আমাকে দেখিয়ে বাচ্চাদের বলল, ' তরা ভালা কইরা পড়ালেহা কর, তইলে
একদিন বেলুন না, পেলেইনে উঠবি !'
আমি শুনছি, দেখছি, উপভোগ করছি।
গ্যাসবেলুনের ভেতরের একটু একটু করে বায়ু ফুরিয়ে আসছে ।

তারার নৃত্যে থেমে যাবে সব

রোজ রোজ আমাদের বেঁচে থেকে হয়ে যাওয়া শব,
আমাদের শবও যান্ত্রিক হয়ে যায়।
সমস্ত প্রাণ গিয়ে মেশে শাশ্বত রজনীর
জ্বলজ্বল তারকার কাছে,
সেইখানে একদিন ছুটে গিয়ে–
জুঁই ফুলের রাশ নিয়ে ছড়াব, বরষার মেঘহীন আকাশে,
যখন সকল মেঘ ঝরে যায়,
তারারা তখন জেগে উঠে,
সেই জেগে উঠা তারাদের কাছে।
যাদের মৃদু বিম্ব খোয়াইয়ের জলে,
সেই দূরবর্তী তারাদের কাছে,
নিয়ে যাব গোলাপের বাহার,
থেমে যাবে তক্ষুনি, যুদ্ধের পৃথিবী থেমে যাবে–
তারার নৃত্যে থেমে যাবে সব।

অজস্র রঙ খেলে পৃথিবীতে পৃথিবীর প্রাণ,
আমি সেইসব প্রাণেদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ফিরি,
সবুজ পত্রের ঘ্রাণ খুঁজে ফিরি, এখানে– সেখানে, সকল যান্ত্রিক প্রাণের ভিড়ের ফাঁকে,
ভোরের রোদের ভাষা খুঁজে ফিরি, এখানে– সেখানে, সকল যান্ত্রিক বুলির মাঝে,
খুঁজে পাই না; তবুও নিশ্চয়ই, ভোরের রোদের মতন–
তারার নৃত্যে উদীয়মান ভালোবাসার মাঝে খুঁজে পাব,
সবুজ পত্রের ঘ্রাণ, ভোরের রোদ্দুর, আর আমাদের কল্যাণময়ী প্রেম।

তোমাকেই চেয়েছি বারবার

আমি দিগবিদিক হারিয়ে ছুটে চলা এক পথিক,
এসেছি তোমার কাছে– অবশেষে,
হ্যা, এইতো পেয়েছি আমি তোমায়,
আমার অশান্ত হৃদয় নিয়ে,
মনে হয় যেন লাশ হয়ে আছি,
আমার নিরস প্রাণকে উজ্জীবিত করো– খোয়াই,
আমি শুনেছি তোমার কথা–
খেটে খাওয়া মানুষের মুখে মুখে,
সারিবাধা হাঁসদের কাছে,
অন্তনীল আকাশের কাছে,
এত পথ– এত নদী পেরিয়ে, এইতো এসেছি আমি–
তোমার কাছে–
আমায় আলিঙ্গন করো তুমি,
তোমার সবটুকু সুধাধারা ঢেলে দাও আমাতে–
আমার মরুভূমির ন্যায় হৃদয়ে।

আমি শুনেছি তোমার রুপের কথা,
জোট বাধা মেঘদের কাছে,
সূর্যাস্তের ম্রিয়মাণ আলোয়, তোমার
এক কোমল গতিতে বয়ে চলা,
অন্তিমে সূর্যের ছায়া ঢলে পড়ে,
আমিতো এসেছি প্রত্যক্ষে– দেখতে সেই স্বর্গ,
আমার দু–চোখ শুদ্ধ করো হে প্রবাহিণী,
আমি আজীবন নিষ্পলক তাকিয়ে থাকতে পারি এই দু–চোখে– তোমার দু–চোখে।

আমার প্রেম আরেক চঞ্চল পুরুষ নদের ন্যায়,
এক অদম্য বাসনা নিয়ে,
তোমার সলিলে মিশে যেতে চাইছে–
হারিয়ে যাওয়ার মতন,
সেই কবে থেকেই;
আমার ব্যাকুল হৃদয় নিয়ে
তোমাকে চাওয়ার দুঃসাহস করেছি বারবার,
তোমাকেই চেয়েছি বারবার।

কথা দিলাম

ভোরবেলায়, যে চিরন্তন এক সূচনার ইঙ্গিত থাকে,
তার বোধ পাখিদের হয়তোবা যতখানি হয়, মানুষের ততখানি নয়,
প্রিয় খোয়াই, ভোরের পাখিদের আর তোমার যে বোধ,
তা আমরা কবে পাব? আমাদের সব হলেও তা কি হবে না কোনোদিন?
ভরা নদীতে তোমার গা বেয়ে ভেসে যাওয়া হঠাৎ লাশ, আমাদের অন্তরাত্মাকে
বিচলিত করে কেবল; তাকে জোরসে নাড়িয়ে দেয় না।
আমাদের অন্তরাত্মায় অতি আদিমকাল থেকে জাগ্রত ঈর্ষা,
আমাদের হৃদয়ে বহমান তোমাতে যে বাঁধ সৃষ্টি করে এসেছে,
সেই বাঁধের উচ্ছেদ একদিন না একদিন হবেই, তা আমি কথা দিলাম তোমায়।
সেইদিন তোমার আর আমার যে বন্ধন, তা আরও নিবিড় হবে; আমি কথা দিলাম তোমায়।
এই মহৎ কাজ, আরও অনেক বছরের কাজ,
আমি তো কেবল দর্শক মাত্র,
আমার মধ্যে প্রত্যাশিত কামনা রয়েছে কেবল,
যেইদিন ভাঙা হবে এই বাঁধ,
সেইদিন অর্জনের সুখ প্রাপ্ত হবে এই পৃথিবীর কোটি কোটি প্রাণের।
তাঁদের সুখ, আমাদের দুজনকে করবে আরও অন্তরঙ্গ, কথা দিলাম তোমায়।
প্রেয়সী, তুমি যে পথে চলেছ, সেই চিরবিসর্জনের পথেই আমি যেতে চাই,
বহু মনিষীদের দ্বারা এই পথ আগেও আমাদের কাছে প্রদর্শিত হয়েছে অজস্রবার,
কিন্তু আমাদের জ্ঞান এখানে আবদ্ধ;
এই আবদ্ধতার ধ্বংস হবে যেইদিন
সেইদিনই তোমার পথে যাত্রী হবে অসংখ্য মানুষ,
সেইদিনই আমাদের সুখ, কথা দিলাম তোমায়।

আজ সন্ধ্যার বাতাসে

আজ সন্ধ্যার বাতাসে উত্তেজনার ঝংকার,
শিহরনের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসো,
আকাশের টানে তুমি বহুকাল ছিলে
আজকে আসো তুমি সবুজ পাতার ডগায় ছুঁয়ে যাওয়া বাতাসে।
আজকে খোয়াইয়ের শান্ত জলে দেখেছি যে মুখ,
অবিকল সেই মুখ দেখেছিলাম, ভোরের আকাশে,
এক রাশ সাদা মেঘের ফাঁক দিয়ে নেমে আসা রোদ্দুরের রঙে,
মেঘ থেকে জলের অতলে কখন নেমে এলে,
তা টের পাওয়ার মাঝেই আমার জন্মান্তর ঘটে গেল।
আমাদের পূর্বপুরুষ মহান তপস্বীদের কাছ থেকে লাভ করা মোক্ষের আশা ছেড়ে,
নিজের অজান্তেই তো হঠাৎ একদিন জন্মেছি,
সেই হঠাৎ করেই বারবার জন্ম নেবার লোভ ধারণ করেছি হৃদয়ে– এই মাটিতে,
সেই মুখকে আরও একবার দেখবার আশায়।
মাথার ভেতরে হঠাৎ প্রশ্ন জাগে, আমিই কি কেবল?
এই কি শেষ? নাকি আবারও কোন জন্মে ভেসে উঠবে প্রত্যক্ষে,
অবিকল সেই অবয়ব;
ভিসুভিয়াসের জলন্ত লাভায় নাকি দূরবর্তী অন্তরীক্ষে– অন্তহীনে!

এই মাটিতে ঠায় দাঁড়ানো দৃঢ়তম তরুরাজ,
রোজ তাঁর একটি পাতা ঝরিয়ে আমাকে ইশারা করে,
আমি তবু চেয়ে থাকি, অধীর চোখে,
নতুন কুঁড়ি দেখবার আশায়।

রাত্রি

আজকের রাতটা বারবার ফিরে আসুক আমাদের মাঝে
রূপকথা বাতাসে মিশে গিয়ে সুড়সুড়ি দিয়ে যায় শরীরে,
বৃষ্টির ফোঁটা শিল্পী হয়ে উলঙ্গ দেহে রঙ ঢালে
স্রষ্টাহীন সৃষ্টির অদ্ভুত মাদকতা নেমে আসুক আজ রাতে।

বেহিসেবি উন্মাদনা অকস্মাৎ ভর করে যেখানে,
সেখানে প্রবল তৃপ্ত চুম্বন লিপ্ত আমি আকাশিনীর সাথে।
অন্ধকার সঙ্গম লিপ্ত হয় নির্জনতার সাথে,
অন্ধকারের মতন আমায় ঢেকে ফেলো আকাশিনী আজ রাতে।

শেষ রাতের দিকে অবশেষে চুপ করে বাঁচাল ঝিঁ ঝিঁ দের দল,
রাক্ষুসে খিদেয় বৃষ্টির ফোঁটা আমাদের সর্ব অঙ্গে ঢল আনে।
চোখে চোখ রাখো আকাশিনী; আমার চোখে জমা বিন্দুজল,
এই মোহিনী রাত বারবার ফিরে আসুক আমাদের মাঝে।

নীরব কাননবীথিতে একদিন দাঁড়িয়ে

নীরবে কাননবীথিতে একদিন দাঁড়িয়ে,
আমার চোখের সামনে দুটি অলি পরম-আলিঙ্গনে,
মধুমাসে তড়িৎ চুম্বনে মেতে উঠে,
আমার ওষ্ঠে তোমার স্পর্শের হিল্লোল,
ভয়- ভীতি- ত্রাস,
চারিপাশ থেকে ধেয়ে আসে আমাদের দিকে,
লড়াই বাঁধে, বারবার লড়াই বাঁধে,
প্রেম আর শঙ্কার,
মাতাল দুটি অলি ডানা মেলে আকাশে- আবার প্রেম জয়ী হয়।
দিবস-নিশির মাঝে মুখোমুখি আমরা,
প্রবল আলিঙ্গনের আগ্রহে,
দূর অন্তরীক্ষে নির্লজ্জ চাঁদ,
দীপ্তমান মুখে বড় বড় চোখ করে চেয়ে থাকে,
আমাদের পানে,
আমাদের দু'চোখ- দু'চোখে, দু'হাত- দু'হাতে,
চিত্তে গভীর বাসনা,
এই মুহূর্ত অতি মধুর প্রেয়সী,
জ্বলন্ত বোমার আগুনে চারিদিকে কেবল ধ্বংস আর ধ্বংসাবশেষ,
এই যদি শেষ কালও হয়,
তবুও আমরা প্রেমিক যুগল, নির্ভয়ে- নিঃশঙ্কে,
আজ দুজনার।
জীবন টেনে নিয়ে যাক আমাদের যতদুর- যত নদীর কাছে,
আমরা মুখোমুখি হব- দুজনার জন্য,
অনন্তকাল ধরে আমাদের হয়ে থাকব।

আমি ভালোবাসি তোমায়

আমি ভালোবাসি তোমায়;
এই পৃথিবী আমায় টেনে নিয়ে যায় এখনও
প্রকৃতির পথে,
বিষাদের যে ছাপ লেগে থাকে সন্ধ্যের খোলা পালে,
সুনীল তটিনীর জলে,
সেই ছাপ মুছে দিয়ে লিখেছি,
আমি ভালোবাসি তোমায়।
আমাদের বিরামহীন সময়ের বাইরে তাকিয়ে,
চলো যাই, বিদায়ের থেকে সবথেকে দূরে,
এতকাল যা কিছু ছিল, যা কিছু ছিল হবার,
সব কিছু ভুলে বলছি,
আমি ভালোবাসি তোমায়।
যে পৃথিবীর স্বপ্ন আমি দেখেছিলাম,
তা আজকের পৃথিবী থেকে অনেক দূরে,
মানচিত্রের বাইরে,
ভোরের কুয়াশার ফাঁকে প্রথম আলোর রেখায়
আমি অনেক খুঁজেছি সেই পৃথিবী,
বহুবার।
এই পৃথিবীর কাল, ভবিষ্যৎ, ভাগ্য
যতদূরেই তার হাত বাড়াক না কেন,
আমাদের শ্বাস, আমাদের স্বপ্ন, আমাদের ভালোবাসা,
তার থেকেও দূরে, দূরবর্তী ছায়ালোকে;
সেই ছায়ালোকের শূণ্যতার দিব্যি দিয়ে বলছি,
আমি ভালোবাসি তোমায়।
আমি আবার বলছি,
আমি ভালোবাসি তোমায়।

এই পৃথিবীতে আমাদের জন্য বাঁধা বাঁধা নিয়ম,
আর তার ফাঁকে ফাঁকে গুটি কয়েক গোলাপে
আর কবিতাতেই কী আমাদের শেষ?
অথচ, আমাদের একটি চুম্বনের দরকার ছিল,
যুদ্ধের দুপুরে ঘর্মাক্ত বিদ্রোহী সঙ্গমের,
সবুজ ঘাসের গন্ধ,
আরও দরকার ছিল সিক্ত শ্রাবণস্নানের।
দরকার ছিল,
একটি ছবি আঁকার,
শেষ রাতের নির্জনতায় ভাঙা ছাউহীন নৌকোয় ভাসার।
অথচ পরিকল্পনার ভাবনার ভয়ে আমাদের স্বপ্নই পালিয়ে রয়,
যেমন তিমির মেঘের কাছে
চন্দ্রমার অশ্রুসিক্ত পরাজয়।

এই শহরের উদ্বাস্তু শিশু

নিঃশব্দে আসা গোধূলিবেলার বাতাসে,
গাছের বাদামী পাতাগুলো ঝরে যায়- সুস্থিরে,
এই সব পাতা ঝরা দিনে,
আমার মৃত্যুর দিন মনে হয়,
রোডপয়েন্টের অতিকায় ঘড়ি সন্ধ্যার জানান দেয়,
পূর্ণিমার চাঁদ আর একরাশ মেঘ,
তাদের মাঝে আদিম খুনসুটি নিয়ে,
আলো অন্ধকারের খেলায় মেতে উঠে,
অথচ শহরের রাস্তায় জমজমাট আলো।
তারপরেও আমি, পূর্ব থেকে পশ্চিমে,
নীরবে গেছি হেঁটে;
মনে হয়
এতসব জমজমাট আলোর মাঝে, অন্ধকার একা!

হাঁটতে হাঁটতে চেয়ে দেখি,
বা পাশের দোতলা রেস্তোরার জানালায় উচ্ছাস, নান্দনিক শহরে পার্টি!
আমার চোখ আটকে থাকে, আড়ম্বর আয়োজন!
তারই ঠিক নিচে
ফুটপাতে শুয়ে আছে,
এই শহরের উদ্বাস্তু শিশু।
আমার মতো আরও কৌতুহলী জনতার চোখ রেস্তোরার জানলায়,
অথচ প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায় একমুখ ঘুম নিয়ে,
তারই নিচে ফুটপাতে,
এই শহরের উদ্বাস্তু শিশু।

আবার মনে হয়, অন্ধকার একা নয়,
অন্ধকারকে আপন করে নিয়েছে তারা,
অমনই প্রশান্ত চোখের ঘুম দিয়ে।

পূর্ণিমার চাঁদ হারিয়ে গিয়েছে সমস্তই,
অথচ জোস্নার খোঁজে নেই কেউ,
একের পর এক যাত্রীবাহী বাস, চৌরাস্তার মোড়ে
এক মুহূর্ত থেমে ধীরগতিতে ছুঁটে যায় আবার,
তাতেই সীমাবদ্ধ আমার মতন আরও অনেক প্রাণ,
অবহেলিত জোস্না তাই আজ মিশে গেছে,
রোস্তোরার নিচের অই ঘুমন্ত শিশুটির মুখে।

আমি তবু নীরবেই হেঁটে গেছি,
মনে হয়, এইসব জমজমাট আলোর মাঝে, গভীরে-
তারাও অন্ধকারের মতন একা।

অন্তিম

সন্ধ্যা নামছে
গাছের পাতাগুলো সব স্থির হয়ে গেছে,
ঝাপসা চোখে ভাসমান জলীয়বাষ্পের
ফোঁটাগুলো এক এক করে
ভেঙে যায়,
আমার দুফোঁটা অশ্রু গাল বেয়ে নামে।

সময় এসেছে ত্যাগের,
সময় এসেছে দানের,
এখন ছাড়ার সময়!
অনেক কিছুই ছাড়তে হবে।
ছাড়তে হবে মোহ আর কামনা,
সোনার টাকাগুলোকে এনে
আকাশে উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে!
তাদের ভগবান হবার লক্ষ্য নেই,
তাদের সুখ দেবার ইচ্ছে আছে।
পরিচিত– অপরিচিত কত অংশীদার!
সবার অধিকারের দাবি!
তবে সময় এখন অধিকারের নয়,
সময় এখন দানের।
তবে দাতা কর্ণের মতো সুর্যের সাথে
বিলীন হবারও লক্ষ্য নেই,
লক্ষ্যতো সব ছেড়ে দেওয়ার মাত্র।
মায়াকে ত্যাগ করার,
প্রেম কে ত্যাগ করার
অস্তিত্বকেই ছেড়ে দেওয়ার।

কিছুদিন পরেই,
এখানে জমা হবে বন্ধুরা,
শোক সঙ্গীত বাজবে,
'বলো হরি, হরিবল' ধ্বনিত হবে।
আকাশের চোখে অশ্রু দেখা যাবে,
সবার চোখে ক্ষনিকের জন্য অশ্রু
আর আবেগ জন্ম নিলেও,
আমি মিশে যাব আকাশের অশ্রুতে।
হয়তো মেমোরিয়াল স্থাপিত হবে,
অথবা
উঁচু মঞ্চ করে আমার গুনগান হবে,
আমি স্মৃতিকাতর হব না।
মানুষের স্মৃতিকাতরতা তো ক্ষণস্থায়ী
আমি মানব শরীর ত্যাগ করব!

জলোচ্ছাসের ঢেউয়ের মতন আসবে
পরিবর্তন।
পরিবর্তনের ঢেউয়ে সভ্যতা পর্যন্ত মুছে যায়,
মানুষ তার সাক্ষী হয়,
আমি তো কেবল পথিক মাত্র।
কর্তব্যের সংকল্প ছিল,
সময় এসেছে কর্তব্যকে ছাড়ার।
তোমরা যে বল ঈশ্বর,
সে পরমাত্মা,
সেই পরমাত্মাই যদি প্রকৃতি হয়,
তবে সময় এসেছে।
এটাই সময় প্রকৃতিতে মিশে যাবার।
প্রাচীন, অতি প্রাচীন!
মিশরীয় সম্রাটদের মতন যেতে চাই না;
কেবলমাত্র মুক্ত হতে চাই।
অনেক হয়েছে!
এবার মুক্তি চাই!

লোভ হচ্ছে অনেক!
মুক্তির লোভ হচ্ছে ;
ছেড়ে দেবার লোভ হচ্ছে;
লোভ থেকে আসে পাপ,
পাপ থেকে মৃত্যু।
মৃত্যুর লোভও কি তবে পাপ ?
মৃত্যুর লোভ হচ্ছে!
পাপের হিসেব করার এখন সময় হাতে নেই!
গতি কমে এসেছে,
এবার এই শহরকে ছাড়তে হবে,
প্রিয় পৃথিবীর মায়াকে ছাড়তে হবে।
কৃষ্ণচূড়া কিংবা পুর্ণিমার মোহ,
অথবা ট্রাফিকের ভীড়ের পাশ দিয়ে
হেঁটে চলার অভ্যাস,
কবিতা আর শিল্পের সৌন্দর্য,
নতুন দেখার উচ্ছাস,
বিজয় দেখার উল্লাস,
অভিযানের উৎসাহ আর বদলাবার সাহস,
এবার ছাড়তে হবে।
মুক্তি আসছে,
শীঘ্রই!
এবার ইতি টানবো।

আমি আলেকজান্ডার, তুমি তরবারি

আমি আলেকজান্ডার, তুমি তরবারি,
তুমি আলেকজান্দ্রিয়ায় পুড়ে যাওয়া শত শত বইয়ের ছাই;
লাশ হয়ে পরে থাকে না বই,
শকুনিরা ভীড় করে না;
সারা বাতাসে ছড়িয়ে যায় বই পোড়ার গন্ধ।
তুমি ইতিহাস সৃষ্টি করা নব মহাকাব্য।
ওরা তুষার, তুমি হিমালয়;
এন্টার্কটিকা থেকে তিব্বত,
আবার জাপানে, তুমি প্রথম ভোরের আলো,
তুমি জননী ওরা মানব,
তুমি মানবের জন্মভূমি।

তাজ থেকে রোম
আবার ফিরে এসে সাহারায়
তারপরে দিগন্তে
তুমি বিস্তৃত মরীচিকা?
দিল্লিতে মোঘল, মমির দেশে ফারুক,
চার রাজা হরা, রুই, ইস্কা, চিড়ি!
শেষে গিয়ে মহারাণী,
তুমি জগতের সম্রাজ্ঞী।

বৈশাখে আসে ঝড়, আসে তান্ডব
মানুষ হাত ধরে পালায়;
স্নান করে গাছ,
আমি ঝড় থামার সময় গুনি,
তুমি নিয়ে আসো শান্তি।
বৃষ্টির শেষে,
আকাশে জড়ো হয় নক্ষত্র ;
ঝিকিমিকি করে,
জোনাকিরা আলো জ্বালে,
ঝিঁ ঝিঁ পোকা কথা বলে,
আমি সোম, তুমি ছড়ানো জোৎস্না।
আলো, তেজ আর জ্যোতি,
তুমি ভক্তি, তুমি শক্তি;
তুমি স্তব, মালা আর স্তুতি,
আমিই মানবের মুক্তি!
তুমি চিরসুখ!

মানবের হৃদয়, কেন আসে ক্ষোভ?
পরাজয় থেকে ক্ষোভ,
ক্ষোভ থেকে ভ্রম,
তারপর আসে চাঞ্চল্য,
জন্ম নেয় হিংসা,
আসে বিবেকের দংশন,

আমি ক্ষোভের বিনাশ,
তুমি আমার বিশ্বাস।
বৃন্দাবন থেকে জেরুজালেম,
তুমি মানবের বিশ্বাস।

জীবনের এক পিঠে সংযম ;
আরেকটিতে পরিশ্রম,
তুমি মানুষের অন্তরের সংযম;
পেত্রা থেকে কৈলাস,
আমি শিল্পী, তুমি আমার পরিশ্রম।

এ পাড়ে ভাগীরথী, পুর্বে আরাকাওয়া,
সেই দূরে কঙ্গো,
ঘুরে আসি গঙ্গায়,
সেখানে স্নান করে কত নারী;
বারবার জন্ম নেয় না সতী!
আমি অম্বু, তুমি ত্রিবেণীর যোগে লুকায়িত গুপ্ত সরস্বতী।
তুমি ছিলে,
হরপ্পা থেকে মহেঞ্জোদারো,
সিন্ধু ছেড়ে গিয়ে ব্যাবিলন,
একে একে গড়ে উঠা নগরসভ্যতায়,
এন্টার্কটিকার বরফের প্রান্তে,
কখনো প্রশান্তের গভীরে,
উড়ে গিয়ে অ্যামাজনে অন্ধকারে,
আবার এসে বাংলায়,
ছিলে ফিরিঙ্গির কবিগানে,
ছিলে মহাভারতের মহা দানে,
হ্যামলেটের মঞ্চে, তুমি ছিলে;
মুখে মুখে গাওয়া বাংলার লোকগানে;
চর্যাপদ থেকে অ্যাংলোয়,
তিলোত্তমা থেকে করসায়ার,
ভিনসেন্ট থেকে গ্রাম বাংলার নকশী কাঁথায়
তুমি ছিলে;
তুমি জন্ম নেও রেনেসায়।
চারিদিকে ছড়ানো শিল্প!
আমি মফস্বলি গোপন শিল্পী, তুমি বাস্তবিক প্রেরণা।
শিল্প রয়ে যায়, মানুষের মৃত্যু হয়,
তারা নবরুপে আসে মাতৃক্রোড়ে,
কখনো যশোদা, কখনো মেরী!
আবর্জনার পাশ ধরে গড়ে উঠা বস্তির ভাঙা গড়ে অন্তঃসত্তা হয় রুগ্ন ভিখারিনী,
মানবেরা সন্তান, তুমি জননী।
তুমি ছিলে; বিষাদ সিন্ধুর ময়দানে
বিংশতে দানবিক বোমার গন্ধে তুমি ছিলে;
তুমি সব দেখেছ!
তুমি প্রেম, করুনা আর কৃপা!
আমি মোহ, তুমি ব্রহ্মান্ডের মোহিনী।
তুমি সাধনা আর
সময়ের লক্ষণরেখার বাইরে
আমার আরাধনা।

তুমি কি স্বাধীনতার থেকেও দূরে?

তুমি কি স্বাধীনতার থেকেও দূরে?
বইয়ের পাতায় পাতায় রক্তক্ষচিত অক্ষর লেখা হয়ে গেলেও,
এখনো স্বাধীনতাকে পাই নি আমি।
উনপঞ্চাশ বছর পাড়,
তবুও আমি এখনো আহত,
এখনো তোমায় পাই নি আমি,
তুমি কি আরও বেশি দূরে?
রাস্তায় রাস্তায় একাত্তরের রক্তের দাগ ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে কবেই,
তবুও এখনো রক্তের দাগ পড়ে,
কৃষকের গা বেয়ে রক্ত ঝরে এখানকার রক্তচোষা মাটিতে,
বৃষ্টির জলে মুছে যায় রক্তের দাগ,
আবার রক্ত ঝরে, আবার মুছে যায়,
আবার রক্ত ঝরে,
ঠিক আমার রক্তাক্ত হৃদয়ের মতো ।
তবুও বৃষ্টির স্বাদ আমি এখনো পাই নি,
যেমন পাই নি আমি তোমায়,
যেমন চেয়েছিলাম আমি স্বাধীনতা।
তুমি কি স্বাধীনতার থেকেও দূরে?

এখনো প্রায় রোজ নির্ঘুম রাত কাটে,
রাত্রির নির্জনতা ভেদ করে আসা কান্নার শব্দ শুনি,
শুয়ে শুয়ে কান্নার শব্দ শুনি,
ঠিক আমার মায়ের কান্নার মতন,
উনপঞ্চাশ বছর আগেকার আমার মায়ের কান্নার মতন,
কান্নার উৎস খুঁজে বেড়াই,
আমি খুঁজে পাই না,
যেমন খুঁজে পাই না আমি স্বাধীনতা,
যেমন পাই নি আমি তোমায় আজও।
শোষকের চোখে মুখে দেখি উল্লাস,
পেয়াদার বত্রিশ পাটি দাঁতে খলখল পৈশাচিক হাসি,
কৃষাণের চোখে এখনও দেখি জল,
কবির চোখে এখনো ফুটে ভয়, পড়ে বিষণ্নতার ছাপ।
যেমন বিষন্ন ভয় পাওয়া থাকে আমার চোখ,
তোমাকে না পাওয়ার ভয়ে।

তুমি কি স্বাধীনতার থেকেও আরও দূরে?

সাইক্লোন

সাইক্লোন এর পূর্বাভাস
টেলিভিশনে টেলিভিশনে, খবরের কাগজে,
সাইক্লোন আসছে।
ধেয়ে আসছে সোজা,
ভাঙচুর, তছনছ, সবকিছু লন্ডভন্ড,
এদিক– ওদিক ছুটাছুটি,
পালিয়ে জীবন বাঁচাও,
আশ্রিত সকলে পাগলের মতন ছুটছে,
পেছনে ফুলের বাগান, ধানের খেত, নদীর ঢেউ,
রয়ে যাচ্ছে,
জীবন বাচাও যুদ্ধে; সবাই;
সাইক্লোন আসছে।

ঠিক আমার জীবনের মতন।

ইচ্ছে

জন্মের কৌতুহল অবলীলায় পেড়িয়ে তাদের
ইচ্ছের জন্ম হয়, আর একঝাক পাখিদের
তারপরে নির্জন গান।

রাতের পর রাতের গভীরে সেইসব ইচ্ছে তাদের
অন্ধকারের মতন

রিক্ত হতে হতে
আরও অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

আজকে অনেক নিবিড় রাতে

আজকে অনেক নিবিড় রাতে মনে হয়,
এই অদ্ভুত শহরের রুপ,
কি রোজকার নিয়মেই না পরিবর্তন হয় যায়!

একঝাক কোলাহল আর রমরমা বাজার,
সবকিছু,
সবশেষে এসে ক্লান্তিতে,
এক রাশ নির্জনতা।

তখনই কি নেমে আসে প্রেম, ভালোবাসা, অভিমান?

গাংচিল

আমি নিশ্চুপ সমুদ্রতটের ধারে
গাংচিল তোমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে
মিশে গেছি আলো আঁধারে।

যেন পৃথিবীর কোন অন্তিম সময়ে
গাংচিল তোমার স্মৃতি জড়িয়ে
ভেসে গেছি দূর বিস্ময়ে!

গাংচিল কোথায় আনন্দ উল্লাস আজ?
কোথায় রঙিন সব ফানুসের সাজ?
মানুষ মরেছে মানুষ মেরেছে আকাশ ভীষণ অন্ধকার!

গাংচিল ফিরে এসো আমার কাছে
গাংচিল তুমি ফিরে এসো আমার কাছে
গাংচিল ছুটে এসো আমার কাছে
গাংচিল এসো উড়ে চলি অই দিগন্তে আবার।

গাংচিল কোথায় বিশ্বাস আজ
কোথায় আকাশে রংধনুদের সাজ?
মানুষ মরেছে মানুষ মেরেছে আকাশ ভীষণ অন্ধকার।

ফিরেছে কতকাল পরে এসে মেঘ

ফিরেছে কতকাল পরে এসে মেঘ
বিদেশ বিভুই ঘুরে
অন্তিমের পরিশ্রান্ত পথযাত্রি
বিরামহীন কর্মযজ্ঞের জাতাকল
আর পকেটে অজানা রাত্রি।

আজকার স্রোতে স্রোতে তিমির
রাতেদের সুরে; মেঘ তাদের বলে
বিদেশের কথা;পরিশেষেঅশেষ
কৌতুহল! তারপরে এক ঝাক শহরের ধ্বনি।
তারই সাথে,
পাখির ডাকের ধ্বনি,
নদীর স্রোতের ধ্বনি,
মিশে গেছে কীভাবে!
ফিরেছে কতকাল পরে এসে মেঘ
ঝড়ের পুর্বাভাস আর বুকপকেটে মিশ্রিত ধ্বনি।

আজকার বাতাসের সাথে,
মেঘের হঠাৎ দেখা ঘুম ঘুম রাতে!
স্বাগতম কুশলবিনিময়,
তারপরে একইসাথে,
তাদের পুরাতনকে মনে আসে,
আমারও পুরাতনকে মনে আসে,
আমাদের কি'ই বা ছিল বিশেষ?
ধানের ক্ষেতের ঘ্রাণ,
রাঙান ভোরের ঘ্রাণ,
কলের যন্ত্রের সাথে মিশে গেছে কিভাবে!
ফিরেছে কতকাল পরে এসে মেঘ
সাথে মলিন উত্তরীয় আর উড়তে বাধ্য ঘুড়ি।

অই পাড়ে একরাশ নতুন দিনের কুড়ি

অই পাড়ে একরাশ নতুন দিনের কুড়ি
এ পাড়ে আরেক নিদ্রারিক্ত রাত্রি
অস্ফুটে ভাটিয়ালীর সুর; সাথে,
শুধু একটি নদী নিরপেক্ষ জীবনের পথে
মাঝখানে তার পথ গেছে বয়ে,
কারো কারো মনে আশা জাগে,
কারো কারো মনে নিরাশা,
কারো কারো স্তব্ধ মন, আশা-নিরাশার ফাঁকে,
অবাক হয়ে শুনে,
দিনশেষে নদীটিও গায়
জীবনের গান।
ভোরের রবির মতো অই পাড়ে
বারবার উঁকি দেয় নতুন দিন।

নতুন দিনের সাথে সেইদিনকার
মিল নেই কোনো;
সেইদিনকার, শোক আর নাই আজ;
সেইদিনকার, প্রেম আর নাই আজ;
হঠাৎ ঝড়ের মতন, উড়ন্ত
সেইদিনকার স্মৃতি আর নাই আজ।
তবুও এ পাড়ের কিছু স্তব্ধ মানুষ,
নিঃশব্দে
আজও পুরাতনকে চায়।
অই পাড়ে একরাশ নতুন দিন,
এ পাড়ে গোপনে নিদ্রারিক্ত রাত্রি।

তোমাকে চেয়েছি

তোমাকে, তিমির তমসা রাত্রিতে চেয়েছি,
অন্ধ হয়ে, কিংবা পথ ভুলে গিয়ে
ঘোর রাতে চাঁদ কিংবা পথ দেখানো রুপালি আলো,
ব্যতীত তোমাকে চেয়েছি আমি;
যেমন আমাদের প্রাণ উন্মুখ হয়ে বসে থাকে
একটুকু স্বাধীনতার জন্য, তেমনি সোনালী স্বাধীনতা
ব্যতীত কেবলই তোমাকে চেয়েছি আমি।

অর্থ নয়, তোমাকে চেয়েছি সহায়সম্বলহীন হয়ে,
ঘর নয়, তোমাকে চেয়েছি বাস্তুহারা হয়ে,
মুক্তি নয়, তোমাকেই চেয়েছি রুদ্ধ কারাগারে রাজবন্দী হয়ে।

তোমাকে ঝড় ঝড় আলোড়িত বরষায় চেয়েছি,
ঘোর বরষার তান্ডবের মাঝেও,
এক রাত্তির নীরবতা কিংবা শীতল ঘাসভেজা রোদেলা ভোর
ব্যতীত তোমাকে চেয়েছি আমি,
যেমন মৃত্তিকা দাবি রাখে বরষায় এক নদী আকাশের অশ্রু,
তেমন কোনো দাবি ব্যতীত কেবল তোমাকে চেয়েছি আমি।

সুখ নয়, তোমাকে চেয়েছি বেদনায় সিক্ত রজনীতে,
নির্জনতা নয়, তোমাকেই চেয়েছি প্রচন্ড নাগরিক কোলাহলে।

তোমাকে, মৃত্যুর মতন অন্ধকারে দেখেছি,
মৃত্যুর শেষ দ্বারেও করুণ হরি ধ্বনির সুরে অন্ধকার কিংবা অসীম নীরবতা
ব্যতীত তোমাকে দেখেছি আমি,
মানুষ জন্ম তো কতবার চলে যেতে গিয়েও ফিরে আসে, কীসের টানে?
কেউ কেউ যেতে চেয়েও অপারগ,
আবার ফিরে আসে;
কেউ কেউ চায় না,
রয়ে যেতে চায় তিমির রাত্রির শেষে অনন্ত সুর্যোদয় কিংবা আরও এক বসন্তের আকর্ষণে।

তেমনি বসন্ত নয়, তোমাকে চেয়েছি মৃত্যুর মতন অন্ধকারে,
মোক্ষ নয়, তোমাকেই চেয়েছি জীবন অবসানে।